অষ্টমূর্ত্তি শিব ও সৃষ্টিতত্ত্ব

শক্তিবাদ প্রবর্তক
স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

''হিন্দুর সমাজ গঠনের ভিত্তি ও দার্শনিকতা''

''শিবশক্তিময়ং ব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্''

হিন্দুর সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি দার্শনিকতা। এই দার্শনিকতার মূল হইতেছে ব্রহ্ম এবং প্রকৃতি। ইহাই তান্ত্রিক ভাষায় ''শিব-শক্তিময় ব্রহ্ম''। প্রকৃতির তিনগুণ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণরা সত্ত্ব গুণ হইতে আসিয়াছে। সত্ত্ব-রজোগুণে ক্ষত্রিয়, রজতমোগুণে বৈশ্য। তমঃ গুণে শূদ্র, তমো প্রধান রজঃ গুণে অসুরের উৎপত্তি হয়।

সিন্ধুর রাজা দাহিরের উপর আক্রমণ হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি মুসলমান শাসকের চরিত্রেই এই তমোপ্রধান রজোগুণের আসুরিক প্রভাব বিদ্যমান। ৭১২ খৃঃ মহম্মদ বিন কাশিম্ সিন্ধুদেশ আক্রমণ করে। এই আক্রমণ ৭০ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। অবশেষে সিন্ধুর রাজা দাহির পরাজিত হন। রাজপরিবারের প্রত্যেকটি সম্মানিতা মহিলাকে বর্বর আক্রমণকারী সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষণ করান হয়। দুইটি কুমারী রাজকন্যাকে বদমাইসরা বলপূর্বক আরবে লইয়া যায়। সেখানে তাহাদিগকে বলাৎকার করিয়া চারদেওয়ালের মধ্যে আটকাইয়া রাখা হয়। তাহারা অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। সিন্ধু দেশের সমস্ত এলাকাতে লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ ও অত্যাচার ছড়াইয়া পড়ে এবং যুবক যুবতীগণকে পশুর মত বাঁধিয়া লুটের দ্রব্য পিঠে চাপাইয়া আরবে পাঠানো হয়। সেখানে তাহারা ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর মত জীবন কাটায়। এই সুদীর্ঘ আক্রমণের এবং অসভ্য বর্বরদের দ্বারা অত্যাচার ও নির্য্যাতন ক্রমে সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। হিন্দু নেতা ও শাসকদের এই বর্বরতার প্রতিশোধে যাহা কর্ত্তব্য ছিল সেটা করা হয় নাই। তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল ঐরূপ লুটেরু বদমাইস ও অত্যাচারী সংগঠন গড়িয়া ঐ বর্বরতার প্রতিশোধমূলক একটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ সংগঠিত করিয়া আরব রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া দেওয়া। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, গিরিবাসী, জঙ্গলবাসী সমস্ত জাতিকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত ধনসম্পদ এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া এই বর্বর অসভ্যতার চরম প্রতিশোধ লইয়া পৃথিবী হইতে এই বর্বরজাতিকে* নিশ্চিহ্ন করা। হিন্দুরা যদি এই যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইত তবে সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন এবং ধ্বংস হইত না এবং পানিপথের যুদ্ধের আর কোন অবকাশ থাকিত না।

১৯৪৭ সনে ইংরেজ ভারতের উপর শাসনভার ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়, ইহার পরেও দেখা গেল হিন্দুরা পাকিস্থানকে ভাঙ্গিল না। বরং বিজাতিবাদী মুসলমানগণকে সংখ্যালঘুর নামে ভারতে পোষণ এবং তোষণ আরম্ভ করিল। এখন সমস্ত ভারতবর্ষই মুসলমান দ্বারা সিন্ধু আক্রমণের সমকক্ষ অবস্থায় আসিয়াছে। ইংরেজ চলিয়া যাইবার পর যে সংবিধান ভারত গড়িয়াছে তাহাতে সংখ্যালঘুর নামে মুসলমান তোষণ ও পোষণ নিশ্চয়ই বেআইনি কার্য্য হইয়াছে। মুসলমানগণকে পাকিস্থান দিবার পর তাহাদের ভারতবর্ষে রাখা ও থাকিতে দেওয়া কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। ইহার ফলে সারা ভারতে একটা বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। নাস্তিকবাদী, কমিউনিষ্ট, খিলাফৎবাদী,

---

* প্রকাশকের নিবেদন - এই শব্দটি (''বর্বরজাতি'') অনুমাননির্ভর। মূলের পাঠোদ্ধার দুষ্কর।

অহিংসবাদী, সর্বধর্মবাদীদের সাধ্য নাই যে এই বিপ্লবকে রুদ্ধ করে। যে ভুল সিন্ধুতে হইয়াছে সেই ভুল সংশোধন করিতেই হইবে।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ভোটবাদের যুগ আসিয়াছে। ভোটবাদের স্বার্থে আরব দুনিয়া, পাকিস্থান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা হইতে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া রাজত্ব কায়েম রাখা ও মুসলীম লীগ তৈরী করিয়া তাহাদের হস্তে রাজত্ব অর্পণ করিবার ষড়যন্ত্র নির্মূল করিতে হইবে। যদি ভোটবাদের যুগই আনিতে হয় তবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমো অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অন্ত্যজ প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে যোদ্ধার দল প্রস্তুত করিতে হইবে। যাহারা মনে করে যবনের সঙ্গে হাত মিলিয়া কম্যুনিজম করিয়া ভারতের মঙ্গল হইবে তাহাদিগকে তমঃ প্রধান রজের আসুরিক চরিত্র এবং ভারতের চোর চোট্টা গুণ্ডা বদমাইসের চরিত্র ভালভাবেই বুঝিতে হইবে। এবারের ১৯৮৭ সনের নির্বাচনে কম্যুনিষ্টদের এবং কংগ্রেসিদের ভোট গ্রহণে যেরূপ হীন চরিত্র ধরা পড়িয়াছে সে সম্বন্ধে আমাদের কাছে প্রিসাইডিং অফিসার-এর পত্র আছে; দরকার হইলে আমরা তাহা প্রকাশ করিব।

শক্তিবাদের মতে সিন্ধুর আক্রমণে হিন্দুদের যেভাবে সংগঠিত হইয়া আক্রমণ ও প্রতিশোধের জন্য অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য ছিল সেই দিকেই বর্ত্তমানে হিন্দুদের আকর্ষণ করা ভিন্ন আমাদের আর কোন কথা বলিবার নাই। ভারতে এখন যে সব আন্দোলন সরকারী বা শাসক দলের সমর্থনে চলিয়াছে সেই সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু আলোচনা করিতে বাধ্য হইতেছি। ইহার কারণ আমাদের শক্তিবাদ মঠ নানা রকমেই আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভারত শাসনের বর্ত্তমান নীতি হইতেছে ভারতের চিরশত্রু বিজাতিবাদী মুসলমানগণকে ভারতে প্রতিষ্ঠা দিয়া ভারতবাসীকে গোলামের জাতে পরিণত করিয়া ভারতের অধ্যাত্মবাদ নিশ্চিহ্ন করা। এই দুষ্কার্য্য করিবার জন্য কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট শাসকগণ মিলিতভাবে যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে আমরা উহার প্রতিকার করিয়া হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিতে চাই। এই লক্ষ্যেই শক্তিবাদের প্রবর্ত্তক শক্তিবাদ মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। হিন্দু সভ্যতা আক্রমণকারী বর্ত্তমান শাসকদল বলিতে চান যে 'হিন্দু' বলিয়া কোন জাত নাই। আমরা বলি হিন্দু শব্দ সিন্ধু শব্দেরই অপভ্রংশ, 'হ' এবং 'স' একই শব্দের দুই রকম উচ্চারণ। অসমীয়ারা 'স'কে 'হ'ই বলে। পূর্ববঙ্গেও কথিত ভাষায় 'স'কে 'হ' বলে। আমরা বেদের সন্ধ্যাবিধি হইতে একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি। বৈদিক সন্ধ্যাবিধিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা বৈদিক সন্ধ্যাবিধি অনুসরণ করিতে পারেন। ইহা আমাদের বৈদিক সাহিত্যের স্পষ্ট নির্দেশ। যাহারা নাস্তিকবাদী (কম্যুনিষ্ট) বা যাহারা খিলাফৎবাদী (কংগ্রেসী) তাহাদের কাছে বৈদিক সন্ধ্যামন্ত্র অপরিচিত হইতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মণাদি কোন জাতেরই বৈদিক মন্ত্রের আত্মরক্ষা মন্ত্রটি অপরিচিত থাকার কথা নয়।

বৈদিক সন্ধ্যাবিদিতে আত্মরক্ষা মন্ত্র। ওঁ জাতবেদসে ইত্যস্য কশ্যপঋষি ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নি দহতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ॥

আমরা সেই বেদ-স্বরূপ অগ্নির উপাসনা করি। তিনি অসুরগণকে সর্ব্বদাই দগ্ধিভূত করেন এবং আমাদিগকে নৌকাদ্বারা সিন্ধু পার করিবার মতই অসুরগণ সৃষ্ট দুর্গতি হইতে পার করেন।

শক্তিবাদ ভান্ত। সিন্ধু সভ্যতাই হিন্দু সভ্যতা। পাঞ্জাবের পঞ্চনদ, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এই সপ্ত নদী প্লাবিত ভারতের সভ্যতাই সপ্ত সিন্ধু সভ্যতা। এখানেই ঋষি, মুনি, যোগী, তপস্বী ও উন্নত ধার্মিক রাজাদের দ্বারা একটা উচ্চ সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখানে নাস্তিকবাদী ও খিলাফৎবাদীরা যদি এই মহান সভ্যতাকে অবৈদিক মনে করে বা অহিন্দু বলিয়া সাব্যস্ত করে তবে ইহাদিগকে লিঙ্গকাটা মহম্মদ বিন কাশিমের শিষ্য ভিন্ন ভারতের জনতা কি মনে করিতে পারে? সমস্ত পৃথিবী এই সিন্ধু সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা মনে করিয়া শ্রদ্ধা করে।

রাজা ভগিরথ যেমন উত্তর ভারতে গঙ্গা প্রভৃতি নদীকে আনয়ন করিয়া দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন সেইরূপ দক্ষিণ ভারতের নদীগুলিকেও স্থানে স্থানে বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া স্বচ্ছ করিয়া সেই জল দেশের মধ্যে সপ্তসিন্ধুর মত শুদ্ধ করিয়া প্রবাহিত করার চেষ্টা বহু রাজা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা সফলও হইয়াছেন। যাহার ফলে দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি পরবর্তীকালে সপ্তসিন্ধুর মত শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে এবং দেশের সমৃদ্ধির কারণ হইয়াছে। গঙ্গার উৎস হিমালয় যেমন শিবের দেশ তেমনি নর্মদা প্রভৃতি প্লাবিত দেশও শিবের দেশ। নর্মদা নদীর পাথরগুলিকে সর্বশ্রেষ্ঠ পূজ্য পাথররূপে মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কথিত আছে মহারাজা বেন নর্মদা তীরে তাঁহার দীর্ঘ জীবন ধরিয়া বহু পাথর একে একে পূজা করিয়াছিলেন। তাই বলা হয় 'নর্মদাজীকা কঙ্কর সদা শঙ্কর।'

ভারত ভাগ হইল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে। মুসলমানরা তাহাদের লোক সংখ্যার চাইতে অধিক জমি পাইয়াও পাকিস্থানে না যাইয়া ভারতে থাকিবে কেন? ভারতীয় জনগণই বা কোন স্বার্থে মুসলমানদের পদ লেহন করিবে। তোমরা জানিয়া রাখিও ভারতীয়দের মধ্যে সিন্ধু সভ্যতা অর্থাৎ অগ্নি সভ্যতা চিরদিন সুপ্ত থাকিতে পারে না। সেই অগ্নি সভ্যতা নিশ্চয়ই ঐ বর্বর অসভ্য আরববাদীয় নীতিকে ধ্বংস করিবে।

ভারত ভাগ করিবার পর ভারতের দুই দল - খিলাফতী কংগ্রেস এবং কম্যুনিষ্টরা হিন্দু মুসলমান দুই জাতি বলিয়া মানিতে চায় না। মুসলমানের আদি পুরুষ আল্লা ও হাওয়া বিবি। খৃষ্টানদের আদি পুরুষ হলেন আদম এবং ইভ। হিন্দুদের আদি পুরুষ কে সেটাও জানা দরকার।

গীতার দশম অধ্যায় ৬ শ্লোক।

মহর্ষয় সপ্তপূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোকা ইমাঃ প্রজাঃ।

সপ্ত মহর্ষি (ভৃগু, দধীচি, অত্রি, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ) এবং ৪জন মনু (১৪ জন মনুর মধ্যে সাবর্ণি, ধর্ম সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি এবং রুদ্র সাবর্ণি, এই চারজন সাবর্ণ নামীয় মনুই চত্বার মনু) ইঁহারা আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং আত্মার মানসপুত্র। সমস্ত প্রজাই ইঁহাদের সন্তান। ৭জন মহর্ষি এবং ৪জন মনুকে ব্রহ্মা প্রথম সৃষ্টি করেন। ইহাকে ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি বলে। এই মানস সৃষ্টি হইতেই পরবর্ত্তীকালে মৈথুনিক সৃষ্টি

ব্রহ্মার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ ৭জন মহর্ষি এবং ৪জন মনুই ব্রহ্মার সৃষ্ট আদি পুরুষ। তাঁহারা কেমন পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহাদের জ্ঞান ও পবিত্রতা কত মহান ছিল সেটা বুঝিতে হইবে বেদ, ষড়দর্শন, উপনিষদ, গীতা, চণ্ডী ও মনুসংহিতা পাঠ করিয়া বুঝিতে হইবে। হিন্দু সভ্যতা ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা। পুরুষ ও প্রকৃতি অনাদি। গীতা ১৩ অঃ ২০ শ্লোক - প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্।

হে মহাবাহো! প্রকৃতি ও পুরুষকে অনাদি জানিবে। ত্রিগুণের বিকাররূপী সৃষ্টিকে প্রকৃতি সম্ভব জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য - পুরুষ এবং ব্রহ্ম অনাদি, সৃষ্টিস্থিতিলয় সবই প্রকৃতি হইতে হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ কর্ম, ক্ষত্রিয় কর্ম, বৈশ্য কর্ম, শূদ্র কর্ম সবই প্রকৃতির কার্য্য। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির তিনগুণ। প্রকৃতি যখন সাম্যাবস্থাময়ী হয় তখন সমস্ত সৃষ্টির উপাদান প্রকৃতিতে সাম্যাবস্থারূপে অবস্থিত থাকে। আবার যখন নতুন সৃষ্টি আরম্ভ হয় তখন সেই সাম্যাবস্থা হইতেই জীবজগতের সৃষ্টি হয়। এই সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে ''ক্রমবিকাশের পথে'' নামক পুস্তকে বিস্তৃত আলোচনা আছে। গড্ এবং আল্লাকে বুঝিতে হইলে কোরান ও আদি বাইবেল আলোচনা করিতে হইবে। তখন বুঝিতে পারিবে যে বর্বরতা ও সভ্যতা এক হইতে পারে না। ভারতের নেতারা ও সর্বধর্মবাদীরা কিভাবে সমন্বয় করিবে সেটা তাহারাই জানে। আল্লা কি রকম ব্যক্তি ও তার মতি গতি কেমন এবং মুসলমানের সাথে থাকা সম্ভব কিনা সেটা মেজিষ্ট্রেট সাহেবের উপলব্ধি থেকে জানুন -

দিল্লীর আদালতে কোরাণ।

''...কোরাণ এর উক্ত আয়াতগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে এটাই স্পষ্ট হয় যে আযাতগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ঘৃণা করার শিক্ষা দেয় যার ফলে দেশের মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদভাবের বৃদ্ধির প্রোৎসাহন মেলে।...''

৩১ জুলাই ১৯৮৬ তারিখে দিল্লীর মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট উপরোক্ত রায় দিয়েছেন যার বিরুদ্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন মুসলমান কোনও আপীল করেনি। ন্যায়ালয়ের উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে কোরানের উপর নিষেধাজ্ঞা করা হোক।

কোরাণ-এর যে আয়াতগুলো ছাপানোর জন্য দিল্লী কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সালে সর্বশ্রী ইন্দ্রসেন শর্মা ও রাজকুমার আর্য্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল সেগুলো নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :-

স্থরা ৯: আয়াত ৫ - অতঃপর নিষিদ্ধ মাস (রমজান) অতিবাহিত হ'লে অংশীবাদীদের (মূর্ত্তি পূজারীদের) যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা (অনুতাপ) করে, যথাযথ নমাজ পড়ে ও জাকাত (দান) দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে ...

৯: ২৮ - মূর্ত্তিপূজারীরা অপবিত্র...

৯: ৩৭ - আল্লাহ্ কাফেরদের সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

৪: ১০১ - কাফেররা নিঃসন্দেহে তোমার শত্রু।

৫: ৫৭ - কাফেরদের তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।

৯: ১২৩ - হে বিশ্বাসিগণ (মুসলিম)! কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক...

৪: ৫৬ - যারা আমার আয়াতকে অবিশ্বাস করে তাদের আগুনে দগ্ধ করবই। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখনই ওর স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে -

৯: ২৩ - হে বিশ্বাসিগণ। তোমাদের পিতা ও ভাই যদি বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাস (কুফ্‌র) কে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে তবে ওদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ ক'রো না। তোমাদের মধ্যে যারা ওদের অভিভাবক করে তারাই অপরাধী।

৩৩: ৬১ - অমুসলমানদের যেখানেই পাওয়া যাইবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।

২১: ৯৮ - আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা করো সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরাই ওতে প্রবেশ করিবে।

৩২: ২২ - যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের (আল্লাহর) নির্দেশনাবলীর দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অপেক্ষা অধিক সীমালঙ্ঘনকারী আর কে?

৪৮: ২০ - আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধলভ্য বিপুল সম্পদের অধিকারী হবে তোমরা।

৮: ৬৯ - যুদ্ধে তোমরা যা লাভ করছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ করো -

৬৬: ৯ - হে নবী (মহম্মদ)। কাফের ও কপটচারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ (যুদ্ধ) করো এবং ওদের প্রতি কঠোর হও। ওদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্ত্তনস্থল।

৪১: ২৭ - আমি অবশ্যই কাফেরদের কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাবো এবং নিশ্চয়ই আমি ওদের নিকৃষ্ট কার্য কলাপের প্রতিফল দেব।

৪১: ২৮ - জাহান্নাম, এটাই আল্লাহ্‌র শত্রুদের পরিণাম। আমার নির্দেশনাবলীর অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ সেখানে ওদের জন্য স্থায়ী আবাস রয়েছে।

৯: ১২১ - নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ মুসলমানদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ বেহেস্তের (স্বর্গের) মূল্য বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, (অসৎ ব্যক্তিদের) নিহত করে অথবা (নিজেরা) নিহত হয়।

৯: ৬৮ - আল্লাহ মোনাফেক্‌ (কপট) নরনারী ও কাফেরদের জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যেখানে ওরা চিরকাল থাকবে। এটাই ওদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ ওদের অভিসম্পাত করেছেন এবং ওদের জন্য আছে চিরস্থায়ী শাস্তি।

৮: ৬৫ - হে নবী। মুসলমানদের সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করো। তোমাদের মধ্যে ২০ জন ধৈর্য্যশীল থাকলে তা'রা ২০০ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তাদের মধ্যে

১০০ জন থাকলে ১০০০ কাফেরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।

৫: ৫১ - হে বিশ্বাসিগণ! ইহুদী ও খৃষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেহ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৯: ২৯ - যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে না ও পরকালেও (বেহেস্তে) বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য ধর্ম অনুসরণ করে না তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে যে পর্য্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ স্বেচ্ছায় জিজিয়া (ট্যাক্স) দেয়।

৫: ১৪ - সুতরাং আমি তাদের মধ্যে কেয়ামত পর্য্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি। তারা যা করত আল্লাহ্ তাদের জানিয়ে দেবেন।

৪: ৮৯ - তারা যেরূপে কাফের হয়েছে তোমরাও সেরূপে অবিশ্বাসী হয়ে যাও এবং তোমরা তাদের সমান হও এই তো তারা চায়। অতএব আল্লাহ্-র পথে গৃহত্যাগ না করা পর্য্যন্ত তাদের মধ্য হতে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তাদের যেখানে পাবে গ্রেপ্তার করবে এবং তাদের মধ্য হতে কাউকেই বন্ধু ও সহায়রূপে গ্রহণ করবে না।

৯: ১৪ - তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ ওদের শাস্তি দেবেন ওদের লাঞ্ছিত করবেন। ওদের উপর তোমাদের বিজয়ী করবেন...

প্রত্যেক হিন্দুর কোরান অবশ্য পড়া উচিত। কোরান পড়েছিলেন বলেই একশ বছর আগে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন, খৃষ্টানদের উপর তুর্কী মুসলিমদের অত্যাচার লক্ষ্য করে পার্লামেণ্টে বলেছিলেন - ''যতদিন পৃথিবীতে কোরাণ থাকবে ততদিন দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার কোথাও সম্ভাবনা নেই।'' গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতারা কোরান পড়েন নি, তার ফলে দেশ বিভাজন স্বীকার করার পরও হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে লোক বিনিময় হয়নি।

মুসলমান সৃষ্টি কর্ত্তার চরিত্র বুঝিলেন। এখন হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠাতাদের বক্তব্য অনুধাবন করুন।

হিন্দুরা দার্শনিক জাতি, সৃষ্টির শেষ স্তর নির্গুণ ব্রহ্ম। তাঁহার নিয়ন্ত্রণে ত্রিগুণ - সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সদা ক্রিয়াশীল। সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র, শিক্ষা, সভ্যতা সমস্ত কিছুর মূলে এই ত্রিগুণের খেলা রহিয়াছে। সমাজটাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে চারবর্ণ ও চার জাতীয় কর্মবিভাগ বিদ্যমান, পূর্বে আরব দেশেও পুরুষ-প্রকৃতির, তিন গুণের ও চার বর্ণের সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সত্ত্ব গুণের প্রভাবেই ব্রাহ্মণ বা জ্ঞান প্রধান মানুষ। সত্ত্ব-রজঃ স্তরের মানবই ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা ও সমাজের সুশাসক। রজঃ তমঃ স্তরের মানবই বৈশ্য স্তরের মানব অর্থাৎ ব্যবসায়, কৃষি কর্মে ও পশুপালনে নিয়োজিত মানুষ। তমঃ স্তরের মানবই শূদ্র বা কায়কর্মী। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই চার বর্ণের কথাই বলিয়াছেন ''চতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগসঃ।'' সমাজে শক্তি স্তরের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত

থাকিলে প্রত্যেক স্তরের মানুষই বিকাশের অনুকূলে কার্য্য করে এবং আত্ম বিকাশের পথ অনুকূল হয়। তমঃ প্রধান রজঃই আসুরিক প্রকৃতির মানুষ। ইহাদের হাতে শাসন ভার থাকিলে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মনে হীন স্বার্থপরতা, আসুরিক ও অপুষ্ট বিকাশ দেখা দেয় এবং আত্ম বিকাশের পথকে স্তব্ধ করিয়া দেয়। সিন্ধুর আক্রমণে যে সমাজ দ্বারা ভারত আক্রান্ত হইয়াছিল তাহারা তমঃ প্রধান রজঃ স্তরের আসুরিক প্রকৃতির মানুষ। আমাদের শক্তিবাদ গ্রন্থাদিতে তাহাদিগকে সাড়ে সাত কলার আসুরিক ও অপুষ্ট কলার বিকাশ বলা হইয়াছে। ইহারা চোর, চোট্টা, গুণ্ডা, বদমাইস ও নারী নির্যাতনকারী। হিন্দু রাজা ও নেতাদের অদূরদর্শিতার ফলে সিন্ধু আক্রমণের ধারা আজও ভারতবর্ষে অব্যাহত রহিয়াছে। সমস্ত ভারতে এই আসুরিক আক্রমণের প্রতিশোধের ও প্রতি আক্রমণের ভিত্তি দান করিয়া হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। এই প্রতিআক্রমণে মক্কার শিবস্থান দখল করিয়া অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রও ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। ইহার জন্য শক্তিবাদ ধর্মের ভিত্তিকেই অবলম্বন করিয়া বিশ্বের সমস্ত চিন্তাশীল আত্মবিকাশ মুখী রাষ্ট্রকে এক হইতে হইবে।

শক্তিবাদ মানেই - দুর্বলবাদ ও অসুরবাদ নির্মূল করণের একটা পথ। ১৯৮৩ সনের শারদীয়া দুর্গাপূজা ও কালী পূজার সময় এক কুমারী কন্যার পূজা করা হয়। কুমারীর বাণীতে হিন্দু সমাজের শক্তিবাদীয় সংগঠনের ভিত্তি করা হইয়াছে। তাহার বাণী আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম।

কুমারীর বাণী

‘‘একজন জ্যোতির্বিদ আমার নাম দিয়াছেন ‘ভুবনেশ্বরী কুমারী’। এখন আমার বয়স ৬ বৎসর ৯ মাস। আমি একজন আমেরিকান কন্যা, এবং কালীমন্ত্রের সাধিকা। আমি শঙ্করাচার্য্যের নাম শুনিয়াছি। তিনি আমারই মত বয়সে সন্ন্যাসী হন এবং সমস্ত ভারতে বেদান্তবাদ এবং শক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। এই প্রচারের ফলে তিনি বৌদ্ধদের দুর্বল সমাজবাদ ভাঙ্গিয়া দেন। আমারও স্থির বিশ্বাস যে হিন্দু জাতিকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে আমি একটি শক্তিবাদীয় সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইব।

আমি ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণের কথা এবং হিন্দুদের উপর তাহাদের বর্ব্বর অত্যাচার এবং পশুসুলভ আচরণের কথা শুনিয়াছি। ৭১২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বিন কাশিম নামে এক মুসলমান সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ করে। এই আক্রমণ দীর্ঘ ৭০ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। অবশেষে হিন্দুরাজা পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁহার পরিবারের সমস্ত মহিলারা বর্ব্বর মুসলমান দ্বারা ধর্ষিতা হন। তাঁহার দুইজন কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করিয়া আরবে আনা হয়। সেখানে তাহাদিগকে দেওয়ালে গাঁথিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া ও অনাহারে রাখিয়া হত্যা করা হয়।

হিন্দু সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর-ই উচিত একটি শক্তিশালী সংগঠন করা, যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। যার ফলে এই বর্ব্বর শ্রেণীকে তাদেরই অনুসৃত নিষ্ঠুরতাপূর্ণ ব্যবহার ও শাস্তি দ্বারা আরবে ফেরত পাঠানো যায়। বর্ত্তমানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের সমস্ত হিন্দুরা বর্বর মুসলমান দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছে। আমি হিন্দু জাতিকে

উৎসাহিত করিব এই সব বর্ব্বর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য। হিন্দুদের অবহিত হওয়া উচিত যে কাশ্মীর, লঙ্কা, বার্মা এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ তাহাদেরই দেশ। এবং এই সমস্ত দেশগুলিকে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।''

এক পক্ষে উত্তেজনার কারণগুলিকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াও ধর্মের আবরণে তাহাকে পুষ্ট করিয়া অপর পক্ষকে সেকুলারের আবরণে সর্বধর্ম্ম মানিতে বাধ্য করা ও ভোটবাদের স্বার্থে মুখে কুলুপ দিয়া নীরবে সমস্ত সহ্য করিতে বাধ্য করা কি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ভূমিকা?

দেশ ভাগের পূর্বে নেতারা আগাগোড়া বলিয়াছিল তাহারা দেশ ভাগ হইতে দিতে দিবে না। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল হঠাৎ দেশ ভাগ হইয়াছে। নেতারা বলিয়াছিল যে পঞ্চশীল দ্বারা পৃথিবী জয় করিবে। কিন্তু নেহেরু চীনে গিয়া তিব্বতকে চীনের হাতে সঁপিয়া দেয়। ইহার ফলে ভারতে প্রবেশের জন্য উত্তর দিকের দ্বার খুলিয়া যায়। যুদ্ধে নেহেরু যে সকল সৈন্য পাঠাইয়া ছিলেন তাঁহারা সকলেই হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা বিনা অস্ত্রে এবং বিনা বস্ত্রে বরফে জমিয়া মারা যান। চীন ৫৫ সহস্র* বর্গমাইল দখল করিয়া ফেলে এবং তিব্বত চরম দুর্দশায় পড়িয়া যায়। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হইবার পর মুসলমানদের অত্যাচার বন্ধ হয়। কিন্তু গান্ধীর খিলাফৎ আন্দোলনের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত মুসলমানদের অত্যাচার সমানভাবে চলিয়াছে। এবং যতগুলি মন্দির আজ পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়াছে তাহার একটিও জহরলাল বা তাহার কন্যা উদ্ধার করে নাই। তাহারা আবার কোন্ সাহসে হিন্দু ভোটের জন্য চিৎকার করে? হিন্দুরা সাবধান। তোমরা একটি ভোটও এই জহরবংশ বা তাহাদের তাবেদার কম্যুনিষ্ট নেতাদের দিও না।

আমরা স্পষ্টতঃ ইহাই বলিতে চাই যে জনগণ যেন নেহরু বংশকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস না করে। ইহারা কার্য্যতঃ মুসলমান। সুতরাং ইহাদের এখনই পাকিস্থান বা আরব দেশে চলিয়া যাওয়া উচিত।

SHAKTIBAD CENTRAL ISHABADI ASSOCIATION (SCIA)

এ ঘোষ নাম একজন চিন্তাশীল শক্তিবাদী ''ভারতীয় দ্বন্দ্ববাদ বনাম মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদ'' নামক একটা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকের মূল ভিত্তি হইতেছে শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামীজী লিখিত শক্তিশালী সমাজের ভিত্তিতে লেখা গ্রন্থ। পুস্তকখানি প্রত্যেকের পড়া কর্তব্য। ইহার সহিত শক্তিবাদ মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া সংগঠন আরম্ভ করিতে হইবে।

বর্তমান সময় শক্তিবাদ মতবাদের ভিত্তির কথা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এখন যাহারা একনিষ্ঠ শক্তিবাদী তাহাদিগকে লইয়া SCIA গঠন করা হইয়াছে। মঠের অন্তর্গত জমির দুই প্রান্তে শিব ও শক্তি-পূজার জন্য মন্দির করা

---

* প্রকাশকের নিবেদন - এখানে মূলের ''লক্ষ'' স্থলে ''সহস্র'' শব্দটি গৃহীত হল।

হইয়াছে। বাকি জমিগুলিকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যাহারা শক্তিবাদ ধর্ম লইয়া চলিবে তাহারা এই ছোট ছোট জমি ক্রয় বা লিজ লইয়া গৃহ নির্মাণ করিয়া শক্তিবাদীয় ব্রহ্মচর্য্য, শক্তিবাদীয় গার্হস্থ্য, শক্তিবাদীয় বানপ্রস্থ কিংবা শক্তিবাদীয় সন্ন্যাস জীবন কাটাইতে পারিবে। তবে তাহাদিগকে ঘোষণা করিতে হইবে -

"আমি শক্তিবাদ অন্তর্গত SCIA এর নীতি অবলম্বন করিব। শক্তিবাদ ধর্ম অনুসরণ করিব। ইহার প্রচার সমস্ত পৃথিবীতে প্রসারে শক্তি দিব। অসুরবাদ ও অপুষ্টবাদকে বহিষ্কার করা ও নির্মূল করা আমার জীবনের মূল নীতি। শক্তিবাদ মস্তিষ্ক চিত্রকে অবলম্বন করিয়া নিজের জীবন, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্র জীবনের ভিত্তি দিতে সহায়তা করিব। গৃহমন্দির দ্বারের উপর গণেশ ও লক্ষ্মীর মূর্ত্তি রাখিব এবং যুদ্ধ বিদ্যা আয়ত্ত করিব। ধন সম্পদ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিব। সাধনার পথে সুস্থ মন ও শরীর গঠনে মন দিব।"

শক্তিবাদ দেবোত্তর দলিলে স্বামীজীর শিষ্যদের একটি ক্রম দেওয়া ছিল। সেখানে বলা হইয়াছিল নামের ক্রমানুসারে শিষ্যরা মহান্তের পদে আসিবেন। কিন্তু দেশে খিলাফৎবাদ (কংগ্রেস) ও নাস্তিকবাদের (কম্যুনিজম) প্রভাব এত বেশী হইয়াছে যাহার ফলে শক্তিবাদী প্রবীণ শিষ্যরাও ভ্রান্ত ও অযজমানের পথে চলিতে শুরু করিয়াছে। এখন ঠিক করা হইল ঐ পথে মহান্ত আসিবে না এবং ঐভাবে শক্তিবাদ মঠ চলিবে না। এখন হইতে SCIA এবং ট্রাষ্টীর সদস্যদের দ্বারা বিবেচিত যোগ্য শক্তিবাদী শিষ্যকেই মহান্ত বা নেতা করা হইবে। ঐ নেতার মধ্যে কোনরূপ আসুরিক দুর্বল ও অপুষ্ট নীতি দেখা দিলে SCIA এবং ট্রাষ্টীর সদস্যরা তাহাকে নেতার পদ হইতে অব্যাহতি দিবে। সে তখন অন্যান্য সাধারণ শিষ্যের মতই বিবেচিত হইবে এবং তাহাকে আর মহান্ত বা নেতা বলা চলিবে না। যাহাতে অধিক সাধনা ও পুরশ্চরণাদি করিয়া যোগ্য শক্তিবাদী শিষ্যরা গড়িয়া উঠিতে পারে সেই দিকে SCIA এবং ট্রাষ্টের সদস্যরা লক্ষ্য রাখিবে এবং উৎসাহ দিবে। ইহা শক্তিবাদ স্বামীর স্পষ্ট নির্দ্দেশ।

সৃষ্টিতত্ত্বে অষ্টমূর্ত্তি শিবের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

শক্তিবাদ মঠ সংলগ্ন জমির একপ্রান্তে অষ্টমূর্ত্তি শিব প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই শিব প্রতিষ্ঠাকালে স্থানীয় পঞ্চায়েৎ ও তাহার দলবল বাধা দিতে আসে এবং তাহাদের অনুমতি ভিন্ন দেবোত্তর মঠের নিজস্ব জমিনেও মন্দির বা মূর্ত্তি বসানো যাইবে না বলিয়া দাবী করে। অবিলম্বে মূর্ত্তি তুলিয়া না লইলে তাহারাই ভাঙ্গিয়া দিবে বলিয়া হুমকি দেয়। হিন্দুবংশে জন্মাইয়াও তাহাদের মক্কাবাদীয় মনোভাব লইয়া এইরূপ নির্দ্দেশ দিবার কারণ কি আমাদের জানা নাই। লক্ষ লক্ষ মূর্খ হিন্দু ও মূর্ত্তিভঙ্গকারী লিঙ্গকাটাদের গুরু হইয়াছে বলিয়া তাহারা কি মনে করে শক্তিবাদী বিদ্বান ও সাধকদেরও গুরু হইয়া গিয়াছে? কলিকাতার রাজাবাজার সহ দেশের নানা প্রান্তে লক্ষ

লক্ষ বেদখলকারী ও বেআইনি মসজিদ গড়িয়া অস্ত্রশস্ত্রসহ দুর্গ বানাইয়া দেশভাগকারী বিজাতীবাদীদের ভারত দখলের পরিকল্পনা ভালই চলিয়াছে। কোন প্রগতিবাদীকেই কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এই দুষ্কার্য্যে বাধা দিতে দেখা যায় নাই। তবে শক্তিবাদী সাধু সন্ন্যাসীদের নিজস্ব জমিনে শিব প্রতিষ্ঠায় ইহাদের এত চটিবার কারণ কি? কলাবাদ বিজ্ঞানে ইহার উত্তর আমরা স্পষ্ট করিয়াছি।

সৃষ্টিতত্ত্বে শিবমূর্ত্তির দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানানোই অষ্টমূর্ত্তি শিব প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। অষ্টমূর্ত্তি শিব পূজার শাস্ত্রীয় বিধান আছে। শিবের ধ্যানে শিবকে বিশ্বের আদি ও বিশ্বের বীজ স্বরূপ বলা হইয়াছে। ''বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং।''

১। মূলাধার চক্রে ক্ষিতিতত্ত্বকে লক্ষ্য রাখিয়া পূজা করা হয়। ওঁ হৌঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবী। সর্ব্ব অর্থাৎ সমস্ত। পৃথিবীর উপর যত মূর্ত্তি আছে সকলেই শিবের মূর্ত্তি। ঘাস হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত প্রকার বৃক্ষাদি, কৃমিকীট, পাহাড়, পর্বতাদি, জলচরজীব, স্থলচর ও খেচর প্রাণী সবই শিবের এক এক প্রকারের মূর্ত্তি। যদি ইহাই সত্য তাহা হইলে পৃথিবীর উপর যত জীব সবই শিব। শিবতো মঙ্গলময়, তবে পৃথিবীতে অমঙ্গল বলিয়া কোন বস্তু আছে কি? শৈববাদে অমঙ্গল বলিয়া কোন বস্তু নাই। তবে পৃথিবীর উপর গুণ্ডামী, ছলনা, মিথ্যা, চৌর্য্য, বদমাইসি, নারী নির্যাতন ও ঠগবাজি ইত্যাদি কোথা হইতে আসে? ইহার উত্তর আমরা যজমান মূর্ত্তি শিবের ব্যাখ্যায় দিয়াছি।

২। স্বাধিষ্ঠানচক্রে - ওঁ হৌঁ ভবায় জল মূর্ত্তয়ে নমঃ।

অনেক জীব আছে যাহারা জলে বিচরণ করে, যেমন মৎস্য, কুমীর, হাঙ্গর, কচ্ছপ, জেলে, নৌকার মাঝি কিংবা জাহাজের কর্মজীবি সারং আদি। ইহারা সকলেই মঙ্গলময় জলমূর্ত্তি শিব। কামজ আকর্ষণের ভিতর দিয়া যে কোন জীবই যতক্ষণ মাতৃগর্ভে থাকে ততক্ষণ সে ভবমূর্ত্তি শিব। যাঁহারা তপস্যার দ্বারা কামজ আকর্ষণকে অতিক্রম করিতে পারেন তাঁহারা সকলেই ভবসাগর পার হইয়া যান, তাঁহাদের জন্মগ্রহণ হয় ইচ্ছাধীন।

৩। মণিপুরচক্রে - ওঁ হৌঁ রুদ্রায় অগ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ।

অনেক ব্রাহ্মণ বংশ আছেন যাঁহারা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারা তেজস্বী ও উন্নত যোগী প্রকৃতির লোক, সমাজ এবং সমাজ কর্ত্তাগণকে দৃঢ়তার সহিত অসুরনাশে উৎসাহ দেন। ইঁহারা যত্ন সহকারে অগ্নির শুদ্ধতা রক্ষা করেন এবং সৃষ্টির দিকে আকৃষ্ট হন না। ইঁহারাও মঙ্গলময় শিব।

৪। অনাহতচক্রে - ওঁ হৌঁ উগ্রায় বায়ু মূর্ত্তয়ে নমঃ।

বায়ুতে বিচরণ করে এইরূপ জীবের অভাব নাই। পক্ষীরা সকলে বায়ুচর জীব। শাস্ত্রে বানর ও হনুমান (পবন নন্দন) প্রভৃতি জীবগণকে বায়ু প্রধান জীব বলে। গড়ুর জটায়ু পক্ষী ও বীর হনুমানের নাম কে না জানে? ইঁহারা বিশ্ব প্রসিদ্ধ। হনুমানের বীরত্ব কাহিনীকে বায়ু শক্তির সীমাহীন বিকাশ বলা যায়।

৫। বিশুদ্ধাখ্যচক্রে - ওঁ হৌঁ ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে নমঃ।

এই শিবের বিকাশ যে সব যোগীগণে প্রবল তাঁহারা আকাশে বিচরণ করিতে পারেন। শাক্তাভিষেক মন্ত্রে 'ঋষয় সপ্ত খেচরা' বলিয়া উল্লেখ আছে। আকাশের উত্তর

দিকে ধ্রুব নক্ষত্র আছেন। এই ধ্রুব নক্ষত্রকে কেন্দ্র করিয়া সপ্তর্ষি মণ্ডল ঘুরিতেছে। এই সাতজন ঋষিই ব্রহ্মার প্রথম মানসপুত্র। ইঁহাদের মধ্যে ৪জন সন্ন্যাসী ও তিনজন গৃহী ছিলেন। একজন কন্যা ঋষিও ছিলেন। ইনি বশিষ্টের স্ত্রী অরুন্ধতী। ইঁহারা পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন উন্নত সৃষ্টি ও উন্নত জ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্য। দেহান্তে তাঁহারা আকাশে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যান। আকাশ মূর্ত্তি শিবকে ভীমায় বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ইঁহারা দৃঢ় উন্নত ও ব্যাপক চিন্তাশীল। ১৪ জন মনুর মধ্যে চারজন মনু হইতেই প্রজা সৃষ্টি হয়। আমরা, হিন্দুরা ঐ সাতজন ঋষি ও চারজন মনু হইতেই সৃষ্ট হইয়াছি।

১৪ জন মনু - স্বয়ম্ভূব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি, ধর্ম সাবর্ণি, রুদ্র সাবর্ণি, দেব সাবর্ণি ও ইন্দ্র সাবর্ণি।

মনুসংহিতা পাঠ করিয়া বুঝুন ইঁহারা কেমন উন্নত জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন।

ব্যারিষ্টারের কালো কোট পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগীর বেশ ধারণ করিলেই ত্যাগী, ধার্মিক বা মহাত্মা হওয়া যায় না। ধর্মে প্লাবিত ভারতবর্ষে ভারতমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত রচনা করেন। মাতৃ বন্দনায় সমগ্র জাতি জাগ্রত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধী মহাত্মা সাজিয়া কালো কোট বিসর্জন দেন এবং জাতিকে রামধুন উপহার দেন, 'যো হি আল্লা সো হি রাম'। নেহেরুজীও ভাবিলেন ব্যারিষ্টারের কালো কোট পরিয়া বৃটিশের সহিত লড়াই চালাইলে ভারতের জনগণ হয়ত তাঁহার মধ্যে কালো ভূত দেখিতে পাইবে। তিনিও কালো কোট বিসর্জন দিয়া মুসলমানি পোষাক ও মহাত্মার টুপি ধারণ করিয়া সেকুলার (Secular) পরিকল্পনার জন্ম দিলেন। ঋষিসৃষ্ট বন্দেমাতরম্ জাতীয় সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কমিটির চেয়ারম্যান করিয়া বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ করাইয়া দিলেন। ইহার ফলে ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ করিবার ও ক্ষমতা দখলের পথ সহজ হইয়া গেল। ইহা কি ধার্মিক বা জ্ঞানীর লক্ষণ, না কি ভারতের ধার্মিক, বীর ও দেশভক্ত জনগণকে ধাপ্পা দিয়া ভারতবর্ষের সর্বনাশ করিবার ষড়যন্ত্র, তাহা আমরা জানি না। হাতে গীতা লইয়া মুখে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়া ধর্মের আবরণে কোটি কোটি ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতার নামে দ্বিজাতি ভিত্তিতে ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া পুনরায় ভোটের লোভে লিঙ্গকাটাদের সেকুলারের আবরণে তোষণ করিয়া তাহাদের গুরু হওয়া যায় বটে কিন্তু শক্তিবাদী বিদ্বান সাধুদের গুরু হওয়া মোটেই সহজ কথা নহে।

৬। আজ্ঞাচক্রে - ওঁ হৌঁ পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ।

এক অর্থে প্রত্যেক জীবই পশু। পশুর একমাত্র লক্ষ্য ভোগ ও সৃষ্টি। মানুষ উচ্চচিন্তা ও জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা ভোগ ও সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে বলিয়াই মানুষ পশুপতি। যজ্ঞ মানে যে ব্যক্তি সেই যজমান বা ঈশ্বরভক্ত। এখানেই দেখা যায় পৃথিবীতে দুই রকম সৃষ্টি বিদ্যমান। যাহারা তপস্বী, গুরু, ধর্ম, যজ্ঞ ও আত্মাকে মানে এবং পশুত্বকে অতিক্রম করিতে চায় তাহারাই যজমান। আর যাহারা আত্মা বিরোধী, নাস্তিকবাদী লুটেরা, সমাজের বিকাশ বিরোধী তাহারাই অযজমান। এই অযজমান হইতেই সর্বপ্রকার আস্থরিকতা, খুন, গুণ্ডামী ও অত্যাচারের শুরু। যদি কোন মতবাদ মনে করে যে সব মানুষই সমান তবে সেই মতবাদ ভ্রান্ত মিথ্যাচারী ও অযজমানের মতবাদ। যাহারা মনে করে লিঙ্গ কাটাই ঈশ্বরের আদেশ তাহারাই ঈশ্বরের অবাধ্য

সন্তান অর্থাৎ অযজমান। কারণ ঈশ্বর পূর্ণ মানব সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্টিকে রক্ষা ও পালনই দেবত্ব বা যজমানত্ব, ঈশ্বর আদেশের নামে শিশুর অঙ্গচ্ছেদন করাই বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অসুরকর্ম এবং অযজমানের চরিত্র।

আল্লার সৃষ্টি কোরাণের আয়াতের মধ্যে যা নির্দ্দেশ দেওয়া আছে ১৪০০ বৎসর ধরিয়া মুসলমানরা একই মানসিকতায় সেই নির্দেশ মানিয়া চলিয়াছে। কম্যুনিষ্টরা যদি মনে করে গরু মাংস খাইলেই তাহারা মুসলমানের ভাই হইয়া যাইবে এবং তাহাদের দেখাদেখি সব মুসলমানরাই পাকিস্থানবাদী না হইয়া ভারতবাদী হইয়া যাইবে সেটা অযজমানবাদীরা বিশ্বাস করিতে পারে কিন্তু যজমানবাদী অর্থাৎ শক্তিবাদীরা ভালভাবে জানে ঈশ্বর প্রদত্ত লিঙ্গকাটা ও নাস্তিকতা বন্ধ না হইলে কোন রকম সংশোধনই সম্ভব নহে।

৭। সোমচক্রে - ওঁ হৌঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ।

সোম মানে অমৃত। ১৬ কলায় চন্দ্র গেলে তাহার থেকে যে কণা বর্ষিত হয় তাহাকে আমরা অমৃত বলি। সেই কণা জ্ঞান বর্দ্ধক শান্তিবর্দ্ধক ও শস্যবর্দ্ধক। মানবের মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধপ্রান্তেও সোমচক্র নামক স্থান আছে। সাধক সেই স্তরের অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাকে জ্ঞানী বলা হয়। ইঁহারাই সোমমূর্ত্তি শিব। 'ক্রমবিকাশের পথে' ৪র্থ খণ্ডে গুরু পাদুকা স্তোত্রম্ দেখুন। ক্ষিতিতত্ত্ব হইতে যজমানতত্ত্ব পর্যন্ত সব সৃষ্টিই অজ্ঞানস্তরের জানিবে। সোমরসের ধারা যাঁহারা ধরিতে পারেন নাই তাঁহাদের জ্ঞান ১৬ কলায় আসিতে পারে না।

৮। ব্রহ্মরন্ধ্রে - ওঁ হৌঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।

সর্ব্ববিদ্যার যিনি ঈশ্বর (পূর্ণআত্মা) এবং সর্ব্বভূতের যিনি ঈশ্বর তিনিই ঈশান, তিনিই ব্রহ্ম বা আত্মা। বেদের মতে সূর্যমূর্ত্তিতে দুইটি স্তর আছে। নিম্নস্তরে প্রত্যেক জীবের জন্মকর্ম এবং লয় অর্থাৎ মৃত্যু আদি দুনিয়াদারী থাকে। কিন্তু সূর্যের উন্নত ভাগেই আত্মতত্ত্ব। এই আত্মতত্ত্বে যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তিনি কখনও অসুরবাদের সমর্থক হন না। ইনিই ঈশানমূর্ত্তি শিব। রাবণ দুর্যোধনাদির কোন ঋষি সমর্থক ছিল না। প্রকৃত ঋষি তপস্বীরা মক্কাবাদী ও তাহাদের গোলামদের সমর্থন করে না। পেটকা ওয়াস্তে ও নামকা ওয়াস্তে ভেকধারী ভোগী ও দুশ্চরিত্র সাধুরাই মক্কাবাদের সমর্থক।

সোমচক্র এবং ঈশান মূর্ত্তিই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদদাতা, অযজমান মূর্ত্তিই মানব জীবনের হীন সম্পদদাতা। আল্লাবাদীরা, ঈশ্বর প্রদত্ত লিঙ্গ কাটিয়া অযজমানবাদী হয়। তাহাদের মনুষ্যত্ব বলিয়া কিছু থাকে না। আবার হিন্দুদের মধ্যে যাহারা নাস্তিক কম্যুনিষ্ট হইয়াছে তাহারাও ধর্ম, আত্মা ও জন্মান্তর মানে না। কিন্তু প্রতি পদে মুসলমানের পক্ষে নিত্য নতুন আইন করিয়া মুসলমানের গলা ধরিয়া জড়াজড়ি করে এবং হিন্দুর উচ্চ সম্পদের অবহেলা ও অবমাননা করে নিজের ও দেশের সর্বনাশ করে।

বর্ত্তমান ভারতে সর্বত্র পঞ্চায়েত শাসন ব্যবস্থা চলিয়াছে। প্রাচীন ভারতেও বৈদিক পঞ্চায়েত শাসন ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানের মতো শিবহীন অর্থাৎ ধর্মহীন শাসন ছিল না। কলাবাদ বিজ্ঞানে আমরা তাহার পরিচয় দিব। ধর্মহীন শাসন ব্যবস্থার

ফলে মানুষ কেমন অপুষ্ট ও আসুরিক প্রকৃতির হয় তাহা আমরা শক্তিবাদ মঠ প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই মঠের উপর বার বার আক্রমণে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

কোন জন্মের তপস্যার ফলেই মানুষ ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও ধন সম্পদের অধিকারী হয়। আবার শিশু, কুমারী ও সাধু মহাপুরুষদের বৃথা অত্যাচারের পাপে ক্ষমতাচ্যুত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। রাবণ এই পাপেই ধ্বংস হয়।

১৯৮৪ সনের কালী পূজার সময় মঠের মধ্যে দুই শিষ্যকে হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। এর মধ্যে কংগ্রেস ও কমুনিষ্ট দুই দলের সহযোগিতা আছে। এই ঘটনার কয়দিন পরেই গ্রামের পঞ্চায়েত মঠের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া ঘরের তালা ভাঙ্গিয়া কয়েকজনকে প্রবেশ করায়। আজ তিন বৎসরকাল বিনা পয়সায় থাকিয়া আশ্রমের উপর নানান অত্যাচার, ধর্মহীন ক্রিয়াকলাপ ও কুৎসা রটনা করিতেছে এবং মঠের আয়ের পথ বন্ধ হইয়াছে। গ্রামপ্রধান, শাসকদলের নেতা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল ও জেলাশাসককে পর্য্যন্ত আবেদন করিয়াও কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। বর্তমানে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে কিভাবে নালিশ করা যায় ও ক্ষতিপূরণ দাবী করা যায় সে সম্বন্ধে অনেক শক্তিবাদী শিষ্যরাই চিন্তা করিতেছেন। তবে এই দুর্নীতির শাসনকালে স্বামীজী কোর্টে যাওয়া সঙ্গত মনে করেন না। ইহার প্রতিকার চিন্তা অন্যভাবে করা হইতেছে।

'বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শক্তিবাদ' পুস্তকে আমরা দেখাইয়াছি গড়িয়া একটি অতি প্রাচীন পুণ্যভূমি। আবাল্য ব্রহ্মচারী, ১৩ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগী, পাহাড় ও জঙ্গলময় চুণারের 'আনন্দ আশ্রমে' গুরুসেবা, চিকিৎসা, অধ্যাপনা, সমাজসেবা, গো-সেবামূলক কঠোর শ্রম ও দীর্ঘ তপস্যায় সিদ্ধ সাধক গড়িয়ার এই পূণ্যভূমির কথা বুঝিয়াই গড়িয়ার বুকে এই শক্তিবাদ মঠ প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। জীবনে যিনি কোন দিন চাঁদা বা ভিক্ষা করেন নাই। সারা দেশের ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁহার বহু প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত শিষ্য-শিষ্যারা গড়িয়ার এই পূণ্যভূমির কথা স্মরণ করে। পঞ্জিকাগুলি তাঁহাকে মহাপুরুষ আখ্যা দিয়া তাঁহার জন্মদিনের খবর ছবিসহ প্রতিবৎসর প্রকাশ করে। একদা এই গড়িয়া অঞ্চলেই কপিল মুনির কোপানলে আসুরিক সগর বংশ ধ্বংস হইয়াছিল। হিন্দু জাতির বিকাশ ও মঙ্গল, হিন্দুধর্ম ও শক্তিবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, পূজা পাঠ ও যোগানুশীলনের মধ্য দিয়া হিন্দু জাতিকে শক্তিশালী করাই যাঁহার একমাত্র ব্রত, এইরূপ মহাপুরুষ, এইরূপ মতবাদ ও প্রতিষ্ঠানের সান্নিধ্য নিশ্চয়ই যে কোন হিন্দুর কাছে গৌরবের বিষয়। কিন্তু কিছু ধর্মহীন, স্বার্থপর, নীচ প্রকৃতির অশিক্ষিত মানুষ যাহারা শক্তিবাদ মঠের সম্মান ও ক্ষতি সাধনে রত তাহাদের ছলনার কাছে গড়িয়ার শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের স্বীকার হইতে দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত। ধর্মহীন শাসন ব্যবস্থার পরিণতি আরও কতদূর গড়াইবে আমরা জানি না। তবে আমরা আর একবার কপিল মুনির কোপানলে সগর বংশ ও প্রভাসে ঋষির অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংস হওয়া থেকে হিন্দু সমাজকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বলি।

এখনও ভারতের বহু স্থানে শাপান্ত বংশ বংশ পরম্পরায় দেখিতে পাওয়া যায়। বোবা, কালা, জড়বুদ্ধি, পাগল, অন্ধ, অচলাঙ্গ ও নির্বংশ ইত্যাদি। শক্তিবাদ মঠের উপর যাহারা নানারূপে ও নানাভাবে অকারণে অত্যাচার করিতেছে তাহাদের সাবধান হওয়া প্রয়োজন নচেৎ একজন সুপ্রতিষ্ঠিত নিরহঙ্কারী সিদ্ধ তপস্বীকে অকারণে উত্যক্ত করিলে

অত্যাচারীদের বংশেও শাপান্তের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। যে ভাবে শক্তিবাদ মঠের উপর নাস্তিকবাদী ও লিঙ্গকাটার বন্ধুদের অত্যাচার চলিয়াছে ইহার সহিত স্বামীজী বর্ণিত ঢাকা জেলার আদারিয়া নামক শাপান্ত স্থানের ঘটনার মিল আছে, স্বামীজী বলেন তাঁহার জন্ম নক্ষত্রও 'আদ্রা নক্ষত্র'। জ্যোতিষ মতে ইনি শিব, পৃথিবী হইতে এই নক্ষত্রের অবস্থান সবচেয়ে দূরবর্তী। যে আদ্রা নক্ষত্রে স্বামীজী জন্ম লইয়াছেন উহার প্রভাব তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মঠের অত্যাচারী জনগণের জীবনেও গৃহে শাপান্ত আদারিয়ার মত প্রতিফলিত হইতে পারে। সকলের জানা উচিত অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া অনেক স্থলেই ভয়ঙ্কর হইতে পারে।

শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

আমরা শক্তিশালী সমাজের রাষ্ট্র গঠন বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলিব, ইহা বর্ত্তমানের ডেমোক্রেটিক (গণতান্ত্রিক) বিধানের মত নহে, ঋষি, রাজা ও বিশেষ বিধানে নির্ব্বাচিত মন্ত্রীর সমষ্টিতে রাষ্ট্র গঠন হইত। জনতার ইহা ভালভাবেই বুঝা প্রয়োজন যে রাষ্ট্র গঠন সুন্দর, শক্তিশালী ও সকলের বিকাশের অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। সমাজে মুটের সংখ্যা এত বেশী যে ডেমোক্রেটিক শাসন কখনও সুন্দর হইতে পারে না। ভারতবাসীর কর্ত্তব্য এই বিধানকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া নিজস্ব শক্তিবাদ রাষ্ট্র বিধান প্রবর্ত্তন করা।

শক্তিবাদ রাষ্ট্র গঠন বিজ্ঞানকে পঞ্চায়েৎ বলে। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি ইঁহারাই পঞ্চায়েৎ। মনোবিজ্ঞানের বিচারে ইঁহারা বিভিন্ন স্তরের লক্ষণ সম্পন্ন মানুষ, কলাবাদে ইঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সমাজতত্ত্ব বিচারে ইঁহারা সমাজের বিভিন্ন বিভাগ, গণেশ - বিচার ও স্থপতি। সূর্য্য - শিক্ষা, প্রচার, চিকিৎসা, কলা (Art) ও জ্যোতিষ বিভাগ। বিষ্ণু - শাসন ও ব্যবসায়ী, বৃহৎ শিল্প ও কৃষি বিভাগ, শিব (নিম্ন) - কায়িক শ্রম বিভাগ। শিব (উন্নত) - ঋষি ও যোগী বিভাগ, শক্তি - সেনা নায়ক বিভাগ। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ দ্বারা নির্ব্বাচিত মন্ত্রীরাই সিংহাসনের পঞ্চায়েৎ। ইহাদের মধ্যে কেহ অযোগ্য হইলে জনসাধারণ ও উক্ত বিভাগ আন্দোলন করিতে পারিবে। নির্ব্বাচিত মন্ত্রী নিজের যুক্তিদ্বারা সমাজকে তুষ্ট করিবেন, যদি অক্ষম হন তবে রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বলিবেন। সেই বিভাগ তখন নূতন মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিবেন। ডেমোক্রেটিক পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থায় শিব ও শক্তি স্তরের উন্নত বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, ফলে সমাজে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং চোর, গুণ্ডা, বদমাইস ও নারী নির্যাতনকারী লুটেরুদের আস্ফালন বৃদ্ধি হয়। ঋষিস্তরের চিন্তাধারা যুক্ত থাকায় শক্তিবাদীয় পঞ্চায়েৎ বিধানে আসুরিক ও দুর্ব্বলস্তরের লোকেদের উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকে বলিয়া সমাজে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি থাকে।

শক্তিবাদে রাষ্ট্রপতি বংশ পরম্পরায় শ্রেষ্ঠ স্বীকার করা হইয়াছে, বর্ত্তমান কালে রাষ্ট্রপতি জনসাধারণ কর্তৃক মনোনীত সদস্য দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, আমরা ইহা লইয়া কোন বিবাদ করিতে চাই না। কিন্তু জনতার জানা প্রয়োজন যে বংশ পরম্পরাগত রাষ্ট্রপতি জন কল্যাণের বেশী অনুকূল, ইহাতে রাষ্ট্রপতি কে হইবেন জানা যায় এবং তাঁহাকে দীক্ষায় শিক্ষায় সংস্কৃত করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। রাষ্ট্রপতির চরিত্র গঠনে ঋষিগণ বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন। তাঁহাকে জীবনের একটা দীর্ঘ সময় ব্রহ্মচর্য্যবিধানে থাকিতে হইত। অযোগ্যকে রাষ্ট্রপতি করা হইত না। অযোগ্যতার জন্যই জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি হইতে পারেন নাই, রাষ্ট্রপতি অনেক স্থানে আসুরিক হইয়াছেন। দেখা যায়, তাঁহারা ঋষিগণের সমর্থন পান নাই, যার ফলে রাষ্ট্র বিপ্লবে পড়িয়া আসুরিক রাজশক্তির অবসান হইয়া নূতন রাজশক্তি স্থান দখল করে। রাবণ ঋষিদের রক্ত লইয়াও তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে পারেন নাই।

অসুর রাজারাই পঞ্চায়েতবিধান বিলোপ করিয়া দিয়াছেন, ডেমোক্রেটিক বিধানে রাষ্ট্রপতি ধনী ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারেন না। কে কখন রাষ্ট্রপতি হইবেন ইহা না জানা থাকিবার দরুন তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কারের ব্যবস্থাও করা যায় না, যদি জনসাধারণ হইতেই নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি করিতেই হয় তাহা হইলেও সেইরূপ ব্যক্তিকেই নির্বাচন করিতে হইবে যিনি বাল্যাবস্থা হইতে ঋষিদের আশ্রমে থাকিয়া ত্যাগ, তপস্যা, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যময় চরিত্র আয়ত্ত করিয়াছেন এবং উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ দার্শনিকতা, শিক্ষাদীক্ষা ও উন্নত সংস্কার দ্বারা অসুরবাদ, দুর্ব্বলবাদ ও শক্তিবাদ নীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। এইরূপে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন না করিলে সমাজজীবন সুখের হয় না কারণ রাষ্ট্রপ্রধান ও জনসাধারণের মধ্যে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক থাকায় রাষ্ট্রপ্রধানের চরিত্র ও চিন্তাধারা সমাজের সকলের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। কেন্দ্রীয় শাসনে যেইরূপ নীতি থাকিবে জনসাধারণের মধ্যেও সেইরূপ নীতি গড়িয়া উঠিবে।

কলাবাদ

ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কীটাদি পর্য্যন্ত এবং সাধারণ মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ স্তরের মহাপুরুষ পর্য্যন্ত সমস্ত জীবে একই আত্মা বিদ্যমান। কিন্তু সকলের জ্ঞান সমান নহে। কেহ কম জ্ঞানী, কেহ বেশী জ্ঞানী। জ্ঞানের এই ভাগকে হিন্দু শাস্ত্রে ‘কলা’ বলে। তোমরা শুনিয়া থাকিবে শ্রীকৃষ্ণ ১৬ কলার মহাত্মা ছিলেন। এই কলাকে পূর্ণ কলা বা শক্তি কলা বলে। ১৬ কলার নিচে প্রত্যেক কলায় বিকশিত জীবে কিছু না কিছু দুর্বলতা বিদ্যমান। কোন্ জীবে কোন্ কলার জ্ঞান বিদ্যমান এবং সেই কলার দুর্ব্বলতা কি সে সম্বন্ধে সকলের জানা প্রয়োজন। প্রত্যেক জীবেরই কর্ম্মে চরিত্রে ও জ্ঞানে নিজ নিজ বিকাশ অনুরূপ চরিত্র প্রতিভাত হয়। এই সব চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে

শিক্ষা করিলে তোমরা যে কোন মানুষকে চিনিতে পারিবে, আসুরিক প্রকৃতির মানুষের ছলনা ও অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে এবং যদি উন্নত লক্ষ্য থাকে তবে যোগাভ্যাসের দ্বারা নিজের চরিত্র সুন্দর, কর্ম্মময় ও বিকাশমুখী করিতে পারিবে।

১ কলায় -

উদ্ভিদ (বৃক্ষাদি)

২ কলায় -

স্বেদজ(কৃমিকীটাদি)

৩ কলায় -

অণ্ডজ (পক্ষীআদি)

৪ কলায় -

জরায়ুজ (পশু ও সাধারণ মানব)

৪।০ কলায় -

শূদ্র - ইহারা সরল ধর্ম্মে বিশ্বাসী, প্রেত উপাসক। মোটেই বুদ্ধিমান নহে। ইহাদিগকে নিম্নশিবও বলে।

মুটে মজুর, পেয়াদা, দপ্তরী, পূজারী, রাঁধুনী, মুচি, মেথর, সহিস, গাড়োয়ান, কারখানার শ্রমিক প্রভৃতি কায়শ্রমীদের এই কলার বিকাশ।

৪৷৷০ কলায় -

বৈশ্য (ব্যবসায়ী, কৃষক, পশুপালক ইত্যাদি)

৪৷৷৷০ কলায় -

ক্ষত্রিয় (পুলিশ ও মিলিটারী কর্মী)

৫ কলায় -

ব্রাহ্মণ বা আদি ব্রহ্মজ্ঞানী। ইহাই গণেশ স্তর। এই স্তরের চিন্তাধারার বিশেষত্ব এই যে ইহা মানুষকে অন্যায় বিরোধী, ত্যাগী, যুদ্ধপ্রিয়, উদার মনোবৃত্তি সম্পন্ন, একগুঁয়ে প্রকৃতি, স্বদেশপ্রেমী, প্রগতিবাদী, কষ্টসহিষ্ণু, ন্যায় নিষ্ঠ, দৃঢ় সত্যভাষী ও জড় বিজ্ঞানে নিষ্ঠা সম্পন্ন করে। যাহারা উন্নত বিকাশ চায় তাহাদের চরিত্রে এসব লক্ষণ ভাল কাজ দেয়। বিচারক, স্থপতি, বৈজ্ঞানিক, যন্ত্র পরিচালক, যুবনেতা ও প্রগতিবাদী নেতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই স্তরের মানুষ বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সোসিয়ালিজম ও কম্যুনিজম এই স্তরের চিন্তা বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। ইহার দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না। গণেশ স্তরের দোষ, ইহারা ইহাদের অপেক্ষা উন্নত স্তরের বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না এবং এই উন্নত স্তরের প্রয়োজনীয়তার কথাও বুঝিতে না পারিয়া মূর্খামী করে। এই স্তরের কর্মীগণ ভবিষ্যৎ ভাবিতে পারে না। গণেশ শূদ্র স্তরের মানুষকে বেশী ভালবাসে। কিন্তু শূদ্র স্তরের মানুষ ক্রমেই স্বার্থের দিকে ঝুঁকিতে থাকে এবং নিজেদের সর্ব্বনাশের কারণ হয়। গণেশ স্তরের নেতারা একথা বুঝিতে না পারিয়া ক্রমেই তাহাদের পিছনে ঝুঁকিয়া পড়েন। গণেশ স্তরের বিশেষ দুর্বলতা গণেশ জাগতিক ভোগকেও সহ্য করে না। দৈবী সম্পদ সম্পন্ন বিষ্ণুকেন্দ্রপুষ্ট মানবগণকেও গণেশ আসুরিক বিষ্ণু বলিয়া ধারণা করে। গণেশ শক্তির কোলে আসিলে অর্থাৎ শক্তি স্তরের চিন্তা ধারায় অনুপ্রাণিত হইলে দেশ ও জাতি গঠনে বিশেষ অনুকূল হইবে। অন্য দিকে গণেশবাদ

যতদিন পশ্চিমের নাস্তিক্যবাদের (কমুনিজম) ভিত্তিতে থাকিবে ততদিন হিন্দু বিদ্বেষ, মুসলিম প্রীতি, ধনী বিদ্বেষ, লুট ও নারী ফুসলাইবার দুর্নীতি সমাজে প্রবলভাবেই থাকিবে এবং ক্ষমতা হাতে যাইবার পর ইহারা আর গণেশ না থাকিয়া অপুষ্ট ও আসুরিক বিষ্ণু হইয়া যাইবে।

৬ কলায় -

সূর্য্য লক্ষণ সম্পন্ন মানুষ। সমদৃষ্টি সম্পন্ন ইহারা প্রেমী, কোমল স্বভাব, হিসাবী, কৃপণ, মেয়েলী প্রকৃতি, মেধাবী, যশস্বী, বিশ্বাসবাদী, ভাবপ্রবণ হয়। ইহাদের প্রধান দুর্ব্বলতা অসুর সমাজকে যশের লোভে তোষণ করা। একদিকে শক্তিবাদ ও অন্যদিকে আসুরিকতা এইরূপ দুইটি মতবাদের মধ্যস্থলে পড়িলে ইহারা দুই পক্ষেরই প্রিয় হইবার চেষ্টা করে এবং বেশ গুছাইয়া সত্য মিথ্যা কথা বলে। শক্তিবাদীরা এস্তরের সমাজবাদীকে সব সময় অসুরবাদ হইতে ক্ষতিকর মনে করে। ইহাদের অদূরদর্শিতাই সব সময় অসুরবাদকে গড়িয়া তুলিয়া শক্তিশালী করে। ভীরুতা, কৃপণতা, মোহ, যশলোভ, যদিও এ স্তরের বিশেষত্ব কিন্তু কথায় ইহারা খুব সাহস, খুব দাতা, খুব উদারতার ভাব দেখায়। আদর্শের দিকে ঝোঁক বেশী, ফলে লক্ষ্য গুলাইয়া যায়। মেয়েদের মধ্যে এ স্তরের বিকাশ থাকিলে স্নেহশীলা হয়। শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, ব্যবহারজীবি, রাজদূত, গায়ক, কবি, সেবাশ্রমবাদী, সর্বধর্ম সমন্বয়বাদী, অহিংসাবাদী, কেরানী, পুরোহিত ও জ্যোতিষীগণের মধ্যে এস্তরের বিকাশ সম্পন্ন মানুষ বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে এই সূর্য্য স্তরের পৌরোহিত্যবাদী, নবীন ভক্ত সম্প্রদায়, রামকৃষ্ণবাদী সম্প্রদায় ও খিলাফৎপন্থী গান্ধী সম্প্রদায় সবই মুসলিম তোষণের যেন ঠিকেদারী লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমরা শক্তিবাদ গ্রন্থাদিতে স্পষ্টভাবেই বলিয়া রাখিয়াছি সমাজের কর্তৃত্ব যদি সূর্য্যস্তরের হাতে থাকে তবে চোর চোট্টা গুণ্ডাদেরই রাজত্ব হইবে এবং ধীরে ধীরে মুসলমানের হাতেই রাষ্ট্র চলিয়া যাইবে। দুর্বলবাদী সমদৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষগণ সর্বদাই অসুর ও ক্ষমতাবান পুরুষের দাসত্ব কামনা করে ও দাস থাকিতে ইচ্ছা করে।

৭ কলায় -

বিষ্ণুস্তরের বিকাশ। এই স্তরের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা মানুষকে কর্তৃত্ব বুদ্ধি দান করে। ইহারাই সমাজশাসক ও সমাজ নেতা হয়। ইহারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, দূরদর্শী, গম্ভীরস্বভাব ও চক্রী, ইহারা কথায়, কার্য্যে ও চিন্তায় এক প্রকার নহে। ইহারা সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেও লোকে সহজে বুঝিতে পারে না। ইহারা সংগঠন শক্তিসম্পন্ন ও ভোগীচরিত্র হয়। ইহারা আদর্শবাদে বদ্ধ থাকে না। শত্রুদমনে যখন যেমন প্রয়োজন তেমন নীতি গ্রহণ করিতে পারে।

বিষ্ণু স্তরের চিন্তাধারাকে আমরা তিন প্রকারে ভাগ করিয়াছি। দৈবী বিষ্ণু, আসুরিক বিষ্ণু ও অপুষ্ট বিষ্ণু।

দৈবী বিষ্ণু - কোমল হৃদয়, সমাজহিতৈষী, দাতা এবং উদার চরিত্র। ইহারা উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতার রক্ষাকারী (শিবাজী, রাণাপ্রতাপ, বিক্রমাদিত্য)।

আসুরিক বিষ্ণু - নিষ্ঠুর হৃদয়, উৎপীড়ক, নারী নির্যাতক, লুটেরা বর্ব্বরের পরিচালক, মিথ্যাবাদী, শোষক, সুবিধাবাদী ও সভ্যতার ধ্বংসকারী। (রাবণ, দুর্যোধন, মক্কার মহম্মদ হইতে আজ পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান শাসক, নেহেরু ডায়নেষ্টি)।

রাজা, জমিদার, নির্ব্বাচিত মন্ত্রী, শাসনকর্তা, রাজপ্রতিনিধি, গোয়েন্দা, পুলিশ অফিসার, উচ্চ ব্যবসায়ী প্রভৃতি ক্ষেত্রে দৈবী ও আসুরিক বিষ্ণু পাওয়া যাইবে।

অপুষ্ট বিষ্ণু। ইহা কোন বিকাশের স্তর নহে। শূদ্র, বৈশ্য ও সূর্য্যস্তরের মানুষ লোভে ও সঙ্গপ্রভাবে এবং আসুরিক রাজশক্তি, আসুরিক মতবাদ ও আসুরিক ধর্মের প্রশ্রয় পাইয়া বিষ্ণু চরিত্র আয়ত্ত করে। ইহারা অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির মানুষ হয়। ইহাদের অপশাসনে সমাজে চোর, গুণ্ডা, লুটেরা, মিথ্যাবাদী, ছলধর্মপরায়ণ, ঘুষখোর ও নারী নির্য্যাতনকারীদের আস্ফালন ও কর্তৃত্ব চলিতে থাকে এবং সমাজের সবচেয়ে বেশী ক্ষতির কারণ হয়। অপুষ্ট চিন্তা ও আসুরিক চিন্তা হাত ধরাধরি করিয়া অবস্থান করে। ইহারা একটি অন্যটির অনুপূরক ও পরিপূরক। ৭ কলা বিষ্ণুস্তরের বিকাশ হইলেও সাড়ে সাত কলা আসুরিক বিষ্ণু ও যবনবাদের চরম বিকাশ। ভোগ ও মোহকে ধরিয়া রাখে বলিয়া সাড়ে সাত কলার বেশী বিকাশ অসুরবাদে হয় না। কিন্তু দৈবী চিন্তাধারার বিকাশ ১৬ কলা অর্থাৎ পূর্ণ কলা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। স্বার্থ, ভোগ ও অত্যাচারকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য করে বলিয়া আসুরিক বিষ্ণু দৈবী বিষ্ণুর চেয়ে শক্তিশালী। এইজন্য অষ্টম কলার শিবস্তর অথবা শক্তিস্তরের চিন্তাধারা বাদ দিয়া দৈবী বিষ্ণু অসুরবাদী ও যবনবাদীদের নিয়ন্ত্রণ ও বিনাশ করার ক্ষমতা রাখে না। অষ্টম কলার ঋষি ও দৈবীবিষ্ণুস্তরের রাজা অর্থাৎ রাজর্ষির চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত সমাজ দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়, আসুরিক সমাজ একদিন না একদিন ভাঙ্গিবেই। আসুরিক সমাজ যখন ভাঙ্গিবে তখন নিশ্চিহ্ন হইয়াই ভাঙ্গিবে।

বিষ্ণুস্তরের দুর্বলতা ইহারা অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া ভোগে মত্ত থাকিয়া অসুরের সহিত সমঝোতা করিতে ভালবাসে। ঋষিরাই ইহার পরিণাম বুঝিয়া সমাজকে ও বিষ্ণুকে সতর্ক করিয়া দেন।

৮ কলায় -

শিবস্তর। ইহা জ্ঞান কলা। এই স্তরের চিন্তাধারায় যোগী, ঋষি, জ্ঞানী, ত্যাগী, সন্ন্যাসী ও তপস্বীগণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা ভোগ, মোহ ও অভিমানহীন জ্ঞান বিজ্ঞানে তৃপ্ত অনাড়ম্বর প্রাকৃতিক জীবন প্রিয় মহাপুরুষ। যখন হইতে ভারতে সূর্য্যস্তরের ভাববাদী, পৌরোহিত্যবাদীদের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে তখন হইতে উন্নত শিবস্তরের মহাপুরুষের প্রভাব কমিয়া গিয়াছে। সূর্য্যস্তরের মহাত্মারা যশের কাঙ্গাল হইয়া অনেক সময় শিবস্তরের ভান দেখাইয়া অবতার সাজে ও সমাজকে ধাপ্পা দেয়। শিবস্তরের মহাত্মাগণ কঠোর তপস্বী, শান্ত ও তেজস্বী ও ত্যাগী হন। ইঁহারা গণেশ, সূর্য্য, দৈবী বিষ্ণু, আসুরিক বিষ্ণু ও অপুষ্ট বিষ্ণু হইতে অনেক বেশী বুদ্ধিমান হইয়া থাকেন। যাহারা ভাববাদ, অপুষ্টবাদ ও ভোগবাদ লইয়া সূর্য্যস্তরের মহাপুরুষদের ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া দেখায় এবং সমাজের লক্ষ লক্ষ মানুষের বিকাশের পথকে রুদ্ধ করিয়া নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা করে তাহারা যদি কখনও উন্নত শিবস্তরের মহাপুরুষের সম্মুখীন হয় তবে ভালভাবেই ধমকানি খাইয়া আসিবে। আবার বিদ্বেষহীন হইয়া এইসব

শান্তচিত্ত যোগীগণের নিকট অবস্থান করিতে পারিলে যে কেহ নিজের অন্তরে শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিবে। যে কোন মানুষ উন্নতস্তরে আসিলে তাহার মধ্যে দৈবী সম্পদের বিকাশ হয়। জগতের উপর আসুরিক বা অন্যায় অত্যাচার দেখিলে যে কোন দৈবী সম্পদ সম্পন্ন মানুষের অন্তরে প্রতিবাদ প্রতিকার বা প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত হইয়া থাকে। যাহারা নিতান্ত পশু স্তরের মানুষ তাহাদের ঐরূপ তেজোদ্দীপন হয় না। যাহারা পশু হইতেও ঘৃণিত নিম্নস্তরের মানুষ তাহারা ঐরূপ অমানুষিক অত্যাচার দর্শনে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। অন্যায় অত্যাচার দেখিলে যোগীদের অন্তরেও প্রতিকার প্রতিক্রিয়া জাগিবেই।

অনেকের মিথ্যা ধারণা উন্নত স্তরের ঋষিগণ হিমালয় প্রদেশে লোকচক্ষুর অন্তরালে তপস্যায় অতিবাহিত করেন। আমরা বলি - ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র, অষ্টবক্র, শঙ্করাচার্য্য, রামদাস স্বামী প্রভৃতির মত সমাজহিতৈষী ও তেজস্বী মহাত্মারাই আমাদের সমাজের একদা প্রধান পুরুষ ছিলেন।

৯-১৫ কলায় -

অবতারের বিকাশ, ৮ কলার স্বাভাবিক লক্ষণ যোগ, ধ্যান, তপস্যা ও ত্যাগপ্রধান জীবন এবং ইঁহারা সোজা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া কর্ম্ম করিতে চান না। বড় জোর কর্মীদিগকে পরামর্শ দেন। কিন্তু অবতার কলায় আসিলে জীবত্বের মোহ, সম্প্রদায়ের মোহ ভাঙ্গিয়া যায় এবং সমাজ প্রেমের স্বাভাবিক কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া আসুরিকতা ও বর্ব্বরতা ভাঙ্গিবার জন্য কর্ম্ম করেন। বামন, শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধ। অবতার কলার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ধর্মশিক্ষা পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

১৬ কলায় -

শক্তিস্তরের বিকাশ। ইহাই পূর্ণ কলা। আদি গুরু শিব, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, স্বয়ম্ভূব, বৈবস্বতআদি মনুগণ, রাজর্ষি জনক এবং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এই স্তরের মহাপুরুষ। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিবস্তরের কর্মশক্তি ও জ্ঞান শক্তিস্তরে বিদ্যমান কিন্তু কোন স্তরের দুর্বলতা শক্তিস্তরে নাই। ইহা চিরকর্মময়। এই পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুদের সমাজ বিজ্ঞান এমন শক্তিশালী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে ইহাতে উন্নত শিবস্তরের ও শক্তিস্তরের মহাত্মার উদ্ভব হইতে পারে এবং তাঁহাদের জন্য কর্মক্ষেত্র হইতে পারে। আসুরিক শক্তিকে বা অসুরকে ক্ষমা করা নীতি বিরুদ্ধ। সূর্য্য শক্তি জগৎকে সুস্থ রাখিতে পারে না। বিষ্ণু শক্তিও জগতের শান্তির জন্য যথেষ্ট নহে। শিব অর্থাৎ ধর্মশক্তিও দুর্বল। প্রত্যেক স্তরের দুর্বলতার আড়ালে আসুরিক শক্তিপুষ্ট হইতে পারে। কিন্তু শক্তিস্তরের আদর্শে সে কথা খাটে না। কারণ শক্তিস্তরের মানুষ নিজে দুর্বলতাহীন। 'ক্রমবিকাশের পথে' পুস্তকে প্রত্যেক স্তরের পূর্ণ পরিচয় দ্রষ্টব্য। অষ্টম কলার শিব যোগাবস্থায় থাকিতে ভালবাসেন। ইঁহাদের লৌকিক ও অলৌকিক শক্তির কথা জানিয়া ইঁহাদের সমাধি ভাঙ্গিবার সময় ছলভক্তির দ্বারা অসুররা বর আদায় করে। এইরূপ বরদান শিবস্তরের দুর্বলতা। এই বরদানে আরও শক্তিশালী হইয়া অসুর সমাজের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করে। অষ্টম কলার শিবের এইরূপ একটি বরদানের ফলেই মক্কাবাদী বদমাইসরা ভারতের উপর অত্যাচার করিতে পারিয়াছে। তবে আসুরিক শক্তি ১৬ কলায় বিকশিত

মহাপুরুষদের ছলনা করিবার সাহস রাখে না। কারণ শক্তি দুর্বলতাহীন এবং অসুরকে দেখিলেই চিনিতে পারিবে।

আত্মসংশোধন ও আত্মবিকাশের পথ গ্রহণ করাই দেবত্ব। অসুর ও অপুষ্টদের স্বভাব, ইহারা আত্ম সংশোধনের পথতো গ্রহণ করে না। উপরন্তু দৈবী চিন্তাশীলদের উপর বৃথা আক্রমণ ও অত্যাচারের পথকেই শ্রেয় মনে করে। অন্তরে যথেষ্ট ত্যাগ, তেজস্বিতা ও শক্তিবাদিতার অনুশীলন যাহাদের নাই তাহারা সত্যের মুখোমুখি হইতে পারে না এবং অসুর ও অপুষ্টদের বিরোধ করিবার শক্তি রাখে না। নিজের দুর্বলতা চাপিয়া শক্তিবাদের বৃথা বিদ্বেষ করার ফল ভাল হইতে পারে না।

আজকাল কিছু কিছু হিন্দুমনোভাবাপন্ন সংগঠন দেখা দিলেও তাহারা সেকুলারকেই মানিয়া চলিতে চায় এবং মুসলমানের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক ও শান্তিপ্রিয় মুসলমান খুঁজিয়া নিজের দলে রাখিতে চায়। শক্তিবাদের মতে লিঙ্গ কাটিবার সাথে সাথেই সে সাম্প্রদায়িক হয় এবং তাহার অন্তরে শান্তি থাকিতে পারে না। ফলে ইহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া পাপ ও আত্মহত্যার লক্ষণ। সম্প্রতি কমিউনিষ্ট নেতারা বলিয়াছেন কংগ্রেসে রাজীব ছাড়া কাহারও মেরুদণ্ড নাই। আমরা আনন্দ পাইলাম কমিউনিষ্ট নেতারা বুঝিয়াছেন মেরুদণ্ডের মধ্যেই শক্তি বিদ্যমান। মস্তিষ্ক হীন নেতারা কি ব্যাখ্যা করিতে পারেন মেরুদণ্ডের মধ্যে শক্তি কিভাবে বিদ্যমান। শক্তিবাদ তো ৬০ বৎসর ধরিয়া মেরুদণ্ডস্থিত ব্রহ্মনাড়ী ও মস্তিষ্কস্থিত শিবপিণ্ডের শক্তির কথা প্রচার করিয়া আসিতেছে। তাহা হইলে শক্তিবাদের বিরোধিতা করিয়া এইরূপ অযজমান সুলভ মনোভাব লইবার কারণ কি? যজমান হইয়া মেরুদণ্ডস্থিত ব্রহ্মনাড়ীর অনুশীলনে মন দিলে তো বহু সমস্যাই মিটিয়া যায়। যে সব নাস্তিকবাদী নেতারা ধর্মকে আফিং, মানুষের মনকে মাটির ঢেলা বলিয়া প্রচার করে এবং মানুষকে বলদ হইবার পরিকল্পনা দেয় সেইসব নেতারা মেরুদণ্ডী না অমেরুদণ্ডী, যজমান না অযজমান জানিতে হইলে শক্তিবাদ অনুসরণে মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত ব্রহ্মনাড়ীর অনুশীলনে মন দিতে হইবে।

আমরা ব্রহ্মনাড়ীর পূর্ণচিত্র ও পরিচয় পুনঃ প্রকাশ করিলাম।*

---

* প্রকাশকের নিবেদন - এখানে World Conqueror Shaktibad প্রথম ভাগের চিত্রটি প্রকাশ করা হয়েছে। অনাবশ্যক বিবেচনায় এই সংস্করণে আমরা এই চিত্র প্রকাশে বিরত হলাম।